গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা
www.wewb.gov.bd

বিষয়: **২০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ এ অন্তর্ভূক্ত অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণ কর্মশালার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি : জনাব আরিফ আহমেদ খান
(উপ-সচিব)
পরিচালক (আইআরপি)

তারিখ : ২০ ডিসেম্বর ২০২১

সময় : ১০.৩০-১.০০ টা

স্থান : ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-১০)।

সভায় উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত সদস্যদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য।

২.০ সভাপতি উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা,২০২১-২২ এর অন্তভূক্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহনের কর্মশালায় আগত প্রতিনিধিগন প্রবাসীদের সেবারমান উন্নয়নের বিষয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন যা নিম্নরুপ:

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	বিবরণ
১.	রামরু	রামরু'র প্রতিনিধি নূসরাত মাহমুদ প্রবাসীদের জন্য বিমান বন্দরের নিকটবর্তী স্থানে হাসপাতাল স্থাপন ও প্রত্যাগত নারী কর্মীদের বিমান বন্দরে কাউন্সিলিং বাড়ানোর পরামর্শ দেন। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সাধারণ জনগনের মধ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচারনা বৃদ্ধি করা এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে আকর্ষনীয় অডিও ভিডিও প্রচার-প্রচারনা করার বিষয়ে মতামত দেন।
২.	ব্র্যাক	ব্র্যাক প্রতিনিধি জনাব শরিফুল ইসলাম আলোচনায় অনলাইনের মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ায় কল্যাণ বোর্ডের সকল কার্যক্রম Root Level-এ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা এবং সেক্ষেত্রে প্রচারণা ও প্রসারের ব্যবস্থা করণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রবাসী কর্মীদের অর্থায়নে গঠিত এ ফান্ডের অর্থ শুধুমাত্র প্রবাসী কর্মীদের সার্বিক সেবা ও কল্যাণার্থেই ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করেন। মৃত কর্মী ও অসুস্থ কর্মীদের সেবা প্রদান ছাড়াও সকল প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ বোর্ডের সদস্যপদ নিবন্ধন করে যাতে সেবা প্রদান করা যায় সে বিষয়ে প্রস্তাব দেন।
৩.	আইওএম	আইওএম'র প্রতিনিধি আলোচনার শুরুতে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রমের বিষয়ে প্রসংশা করেন এবং কল্যাণ বোর্ডের সাথে কাজ করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে বিদেশগামী কর্মীদের বীমার আওতায় আনয়ন, প্রবাসী কর্মীর প্রতিবন্ধী সন্তানদের প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান এবং করোনাকালীন সময়ে বিদেশগমন কর্মীদের হোটেল কোয়ারেন্টাইন বাবদ ওয়েজ আর্নার্স কল্যান বোর্ড হতে ২৫,০০০/- টাকা প্রদান প্রবাসীদের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে বলে মতামত দেন।
৪.	ওকাপ	ওকাপ এর প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ আল মামুন অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মত কল্যাণ বোর্ডের প্রদত্ত সেবাসমূহের বিষয়ে প্রচার-প্রচারনা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বারোপ করেন। স্বাস্থ্য সেবার আওতা বৃদ্ধি এবং কল্যাণ বোর্ডের সেবা কার্যক্রম স্টেকহোল্ডারদের সবসময় অবহিত রাখার জন্য একটি পদ্ধতি তৈরি করা এবং নারী অভিবাসী কর্মীদের ছবি ভাইরাল না করা ও প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের শিক্ষার জন্য শিশু ক্লাব গঠনের প্রস্তাব করেন।
৫.	বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র (বিএনএসকে)	বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র প্রতিনিধি জনাব এচিং মারমা আলোচনায় উপস্থিত অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মতামতের সাথে বিএনএসকে একমত পোষণ করেন এবং বিমান বন্দরের সন্নিকটে একটি সেইফ হাউজ স্থাপন করার মতামত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া প্রবাসী নারী কর্মীদের মেয়ে সন্তানরা যাতে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেতে পারে সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করেন।

৬.	আওয়াজ ফাইন্ডেশন	আওয়াজ ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি জনাব আনিসুর রহমান খান ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদত্ত সেবার মধ্যে প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি, বীমা ও প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে নির্যাতিত ফেরত মহিলা কর্মীদের সেবা ও আর্থিক অনুদান বাবদ জনপ্রতি ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদানের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে তিনি অসুস্থ ফেরত কর্মীদের ক্ষেত্রে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে এককালীন ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণের বিষয়টি শিথিলকরণের জন্য মতামত দেন। তাছাড়াও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় অফিস করার জন্য সুপারিশ করেন।
৭.	বাংলাদেশি অভিবাসী মহিলা শ্রমিক এসোসিয়েশন (BOMSA)	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী মৃত কর্মীদের লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য BOMSA'র প্রতিনিধি শেখ রোমানা অনুরোধ জানান। এছাড়াও প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের শিক্ষা কার্যক্রমের বিষয়ে আরো অধিক নজরদারির জন্য অনুরোধ করেন। প্রত্যেক জেলায় অফিস করে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সকল সেবা প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের দৌড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ করেন। তিনি প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির কোটা বৃদ্ধি করার জন্য ও মতামত ব্যক্ত করেন।
৮.	ইউএন উইমেন	ইউএন উইমেন এর প্রতিনিধি ফাহমিদা জান্নাত তাঁর আলোচনায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রমের বিষয়ে প্রসংশা করেন। তাছাড়া বিদেশগামী মহিলা কর্মীদের সন্তানদের সুশিক্ষার বিষয়ে আরো নতুন ধরণের সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধির বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন।
৯.	বাংলাদেশ অভিবাসী অধিকার ফোরাম (BOAF)	বাংলাদেশ অভিবাসী অধিকার ফোরামের প্রতিনিধি জনাব মোঃ নাজমুল আহসান আলোচনায় বিদেশ হতে নির্যাতিত ও প্রতারিত হয়ে দেশে আশা কর্মীদের কল্যাণে উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং বিদেশে আইনি সহায়তা প্রদান করা এবং দালাল চক্র নির্মুল করার জন্য প্রচার-প্রচারণা বৃদ্দি করা প্রয়োজন।
১০.	মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড	সকল স্টেকহোল্ডাদের মতামত ব্যক্তকরণের পর মহাপরিচালক জানান যে, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত ও প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করার জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। প্রবাসীদের বিদেশে আগমন ও প্রত্যাগমনের সময় সাময়িক অবস্থানের জন্য বিমানবন্দরের সন্নীকটে ''বঙ্গবন্ধু ওয়েলফেয়ার সেন্টার'' স্থাপন করা হয়েছে এবং শীঘ্রই উক্ত সেন্টারের কার্যক্রম শুরু হবে। তাছাড়াও প্রবাসীদের দৌড়গোড়ায় সকল সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য বোর্ড নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে।

৩.০ সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২১.১২.২০২১

(আরিফ আহমেদ খান)
পরিচালক (তথ্য প্রযুক্তি, গভেষণা ও পরিকল্পনা)
ও
সভাপতি
অংশীজনের অংশগ্রহণ কর্মশালা।